শবে বারাআত, শবে ক্বদর, রমজান ও তারাবিহ উপলক্ষ্যে মসজিদ আলোক সজ্জিত করা

তাফসীরে রুহুল বয়ান সুরা মুল্‌ক ২৯ পারায় মসজিদে নববীর আলোক সজ্জা সম্পর্কে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ছুরা দুখান ২৫ পারায় শবে বারাআতের বয়ানে শবে বারাআতের রাত্রে মসজিদ আলোক সজ্জিত করা সুন্নাতে ওমর (রাঃ) ও মুস্তাহাব বলে ওলামাগণের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এখন শুনুন রুহুল বয়ানের আরবী এবারতঃ

وَذُكِرَ اَنَّ مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَاءَ الْعِشَاءُ يُوْقَدُ فِيْهِ بِسَعْفِ النَّخْلِ- فَلَمَّا قَدِمَ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الشَّامِ صَحِبَ بِهِ الْقَنَادِيْلَ وَالْحِبَالَ وَالزَّيْتَ وَعَلَّقَ تِلْكَ الْقَنَادِيْلَ بِسَوَارِى الْمَسْجِدِ وَاَوْقَدَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَوَّرَتْ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ لِىْ اِبْنَةٌ لَزَوَّجْتُكَهَا وَسَمَّاهُ سِرَاجًا وَكَانَ اِسْمُهُ الْاَوَّلُ فَتِيْلًا- ثُمَّ اَكْثَرَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ- فَلَمَّا رَاٰهَا عَلِىٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَزْهَرُ وَقَالَ نَوَّرْتَ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ قَبْرَكَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ الخ-

অর্থঃ উল্লেখ আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নববীতে প্রথম দিকে রাত্রে এশার নামাযের সময় খেজুরের গুঁড়ি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মসজিদ আলোকিত করা হতো। হযরত তামীম দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শাম দেশ থেকে মদিনা শরীফে আগমন করলেন, তখন তিনি সাথে করে অনেকগুলো ঝালর বাতি, লটকানোর রশি ও যয়তুনের তৈল নিয়ে আসলেন এবং মসজিদে নববীর খুটী সমূহের সাথে ঐসব ঝালর বাতি ফিটিং করে দিয়ে মসজিদকে আলোকোজ্জল করে তুললেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে খুশীতে বলে উঠলেন- তুমি আমাদের মসজিদকে আলোক সজ্জিত করেছো- আল্লাহ তোমার কবরকে আলোকিত করে দিন। আল্লাহর শপথ করে বলছি- আমার যদি কোন মেয়ে অবিবাহিতা থাকতো, তাহলে তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিতাম। অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ঝালর বাতিকে সিরাজ বা চেরাগ

নাম করণ করেন। এর পূর্বে ঐগুলোর নাম ছিল আল ফাতাহ।
এরপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু নিজ খেলাফত কালে এই চেরাগের সংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি করেন- যখন তারাবীহ নামায পড়ার জন্য লোকেরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আন্হুর পিছনে একত্রিত হন। (খতমে তারাবিহর প্রথম ইমাম ও হাফেজ ছিলেন উবাই (রাঃ)। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আন্হু যখন এই মসজিদ সাজানী ও আলোক সজ্জা দেখলেন- তখন তিনি খুশীতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন- হে ওমর ইবনে খাত্তাব, আপনি আমাদের এই মসজিদকে আলোকিত করেছেন, আল্লাহও আপনার কবরকে আলোকিত করুন।" (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৯ পারা।)
তাফসীরে নাঈমীতে আর একটু উল্লেখ আছে- হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে মন্তব্য করলেন "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাবে তামীম দারীর জন্য দোয়া করেছেন, হুজুরের জামাতা হযরত আলীও আমার জন্য সেভাবে দোয়া করলেন। আমি আশা করি- তাঁর দোয়াও আল্লাহর দরবারে কবুল হবে।" (তাফসীরে নাঈমী)।

তাফসীরে রুহুল বয়ানের মাসয়ালাঃ

إِذَا جَعَلَ اللّٰهُ الْكَوَاكِبَ زِيْنَةَ السَّمَاءِ الَّتِى هِىَ سَقْفُ الدُّنْيَا فَلْيَجْعَلِ الْعِبَادُ الْمَصَابِيْحَ وَالْقَنَادِيْلَ زِيْنَةَ سُقُوْفِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ وَلَا سَرَفَ فِى الْخَيْرِ (روح البيان تحت ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح .....)

অর্থঃ আসমান হচ্ছে দুনিয়ার ছাদ। এই ছাদকে আল্লাহ তায়ালা নক্ষত্র মন্ডলী দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আলোকিত করেছেন। কাজেই মসজিদের ছাদকে বান্দারা যেন ঝালর ও বাতি দ্বারা আলোকিত করে। বড় বড় জামে মসজিদকে যেন আলোক সজ্জিত করে- নেক কাজে যতই খরচ করা হোক- তা অপব্যয় বলে গণ্য হবেনা। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৯পারা)।
উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকে তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৫ পারা সুরা দুখানে শবে বরাত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেনঃ শবে বারাআতে মসজিদ আলোক সজ্জিত করা উত্তম বলে অনেক উলামা ও ইমামগণ মত প্রকাশ করেছেন এবং সূত্র হিসাবে তাঁরা হযরত তামীম দারী ও হযরত ওমর (রাঃ)

কর্তৃক মসজিদে নববীকে অনেক বাতি দিয়ে আলোকিত করার ঘটনাকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নেক কাজে যতই খরচ করা হোক- তা অপব্যয় হিসাবে গণ্য হবেনা। হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আন্হু অনেক দান খয়রাত করতেন। এ অবস্থা দেখে কেহ বললেন- لَا خَيْرَ فِى الْإِسْرَافِ অর্থাৎ অপব্যয় করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ইমাম হাসান তার কথা রদ করে উত্তর দিলেন لَا إِسْرَافَ فِى الْخَيْرِ অর্থাৎ ভাল কাজে অপব্যয় বলতে কোন জিনিস নেই। এটাই ইসলামী নীতি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা বিভিন্ন নেক কাজে বেশী খরচ করাকে অপব্যয়, শয়তানের ভাই- ইত্যাদি বলে সমালোচনা করে- তারা নবী বংশের দুশমন।